ভোরের কাগজ

তারিখ JUL. 3. 1999
পৃঃ ১০ কলাম ৫

179

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মতবিনিময় সভা

প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : বৈষম্যমূলক ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। সমিতি আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ দাবি জানানো হয়। সেনাকল্যাণ সংস্থা মিলনায়তনে গত বৃহস্পতিবার সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন হেনা দাস। আলোচনায় অংশ নেন প্রাবন্ধিক সন্তোষ গুপ্ত, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন, মনিরুজ্জামান এবং এ এন রাশেদা।

মূল প্রবন্ধে হেনা দাস বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যেমন মৌলিক কোনো পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়নি, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তনের আশা অনেকটা হতাশায় পরিণত হয়েছে। প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষা সংকটের ৯টি কারণ চিহ্নিত করে বলা হয়, সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি, কারিকুলাম, সিলেবাস, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার, শিক্ষকের নিম্নমান ইত্যাদিকে বর্তমান নৈরাশ্যজনক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দায়ী করা হয়।

বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলা হয়, জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে তা এখনো সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। বরাদ্দকৃত অর্থের বন্টনেও বৈষম্য রয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়, এ বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মূল বাজেটের মাত্র ১৮%। স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাজেটে যা ছিল ২০%।

প্রবন্ধে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য তুলে ধরে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষকদের স্কেল বর্তমানে সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ হলেও আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে তফাত আকাশ-পাতাল। মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ফলে ছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও নতুন শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না বলে প্রবন্ধে অভিযোগ করা হয়।

বিএনপি সরকারের সময়ে প্রণীত শিক্ষা সংকোচনমূলক সাম্প্রদায়িক ও অমানবিক জনবল কাঠামোর আদেশ বর্তমান সরকার কঠোরভাবে অনুসরণ করায় প্রবন্ধে নিন্দা জানানো হয়।